“পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার
সর্বাত্মক সেবাই অঙ্গীকার”

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতাত্তোর ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুর্ণগঠনের ধারাবাহিকতায় ০১/০৯/১৯৭২খ্রিঃ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশীদের অনুকূলে পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ভ্রমনেচ্ছুক বিদেশীদের অনুকূলে ভিসা ইস্যু, বাংলাদেশী/ বিদেশী নাগরিকগণের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্গমন, বাংলাদেশে বিদেশীদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থার (এক্সিকিউটিভ এজেন্সী) ভূমিকা পালনই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মূখ্য দায়িত্ব।

রূপকল্প:

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং বিদেশি নাগরিকদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য:

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং সর্বাধুনিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।

কার্যক্রম :

১)	বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
২)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
৩)	বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্সেম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদান;
৪)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্টিকার প্রদান;
৫)	বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালো তালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
৬)	বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান;
৭)	বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান;
৮)	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
৯)	মুদ্রিত পাসপোর্ট, ভিসা স্টিকার, ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
১০)	পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

সময়ের সাথে অগ্রযাত্রা:

১৯৬২	:	পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয় ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
১৯৭২	:	পরিদপ্তর হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।
১৯৭৩	:	পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৮১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল সৃজন করা হয়।
১৯৯৮	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোর এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অন অ্যারাইভাল ভিসা সেল সৃজন করা হয়।
২০০১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়।
২০১০	:	১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৬টি ভিসা সেল, ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করা হয়।
২০১১	:	নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। ফলে দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০১৬	:	ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয় , ঢাকা নামে ৪টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়।

একনজরে উন্নয়নের তুলনামুলক বিবরণী :

বিবরণ	২০০৯	২০২২
পাসপোর্টের ধরন	হাতে লেখা পাসপোর্ট	২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) প্রবর্তন, ২০২০ সালে অত্যাধুনিক ই-পাসপোর্ট চালুকরণ
ভিসা সম্পর্কিত	ম্যানুয়াল ভিসা	২০১০ সালে মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন, ২০২১ সালে অত্যাধুনিক ই -ভিসার ডিপিপি প্রণয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
অধিদপ্তরের জনবল	৩ শত ৯৭ জন	১১৮৪ জন (অতিরিক্ত ৩৪৬ টি পদ সৃজনের এবং ১৪৭ টি পদ বিলুপ্তির অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে)
দেশের অভ্যন্তরে সৃজিত অফিস	১৭ টি	৬৯ টি
অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন	০১ টি	৫২ টি (বাকী ১৭টি অফিস নির্মাণাধীন রয়েছে)
সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে বিদে শে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং স্থাপন	০০ টি	১৯ টি

২০২১-২২ আর্থিক বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

১। **ই-পাসপোর্ট কার্যাবলী:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪৬,৪৩,৬০৬টি ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ধাপে ধাপে বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত ১৬ টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে।

বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইর্য়ক (যুক্তরাষ্ট্র), লস এনজেলস (যুক্তরাষ্ট্র), বুখারেস্ট (রোমানীয়া), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আম্মান (জর্ডান), মাসকট (ওমান), বাগদাদ (ইরাক), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), মালে (মালদ্বীপ), কাঠমাণ্ডু (নেপাল), সিঙ্গাপুর (সিংগাপুর)

নিম্নে কয়েকটি মিশনে ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের ছবি দেওয়া হলো:

২। ই-গেইট স্থাপন : ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫(পনেরো)টি ই-গেইট(১২টি Departure-এ এবং ৩টি Arrival-এ) স্থাপন করা হয়েছে। গত ৩০/০৬/২০২১ খ্রি: তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ই-গেইট ব্যবহার করে এই পর্যন্ত মোট ৪৮,৮৮০২ জন লোক গমনাগমন করেছেন।

(হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ই-গেইট)

(হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ই-গেইট ব্যবহারের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ)

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ০৬টি এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এ ০৬টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ০২টি ই-গেইট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরীকরণ ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির জন্য উত্তরা পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কুগলার মেশিন (Kugler Machine) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দৈনিক গড়ে ১৬,০০০/ ১৮,০০০ সংখ্যক ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরি হচ্ছে। এ পর্যন্ত কুগলার মেশিনের সাহায্যে ৩৯,২৮,০০০ সংখ্যক পাসপোর্ট বই উৎপাদন করা হয়েছে।

৪। রাজস্ব বিষয়ক:

পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে| যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ হাজার ১ শত ৪১ কোটি টাকা।

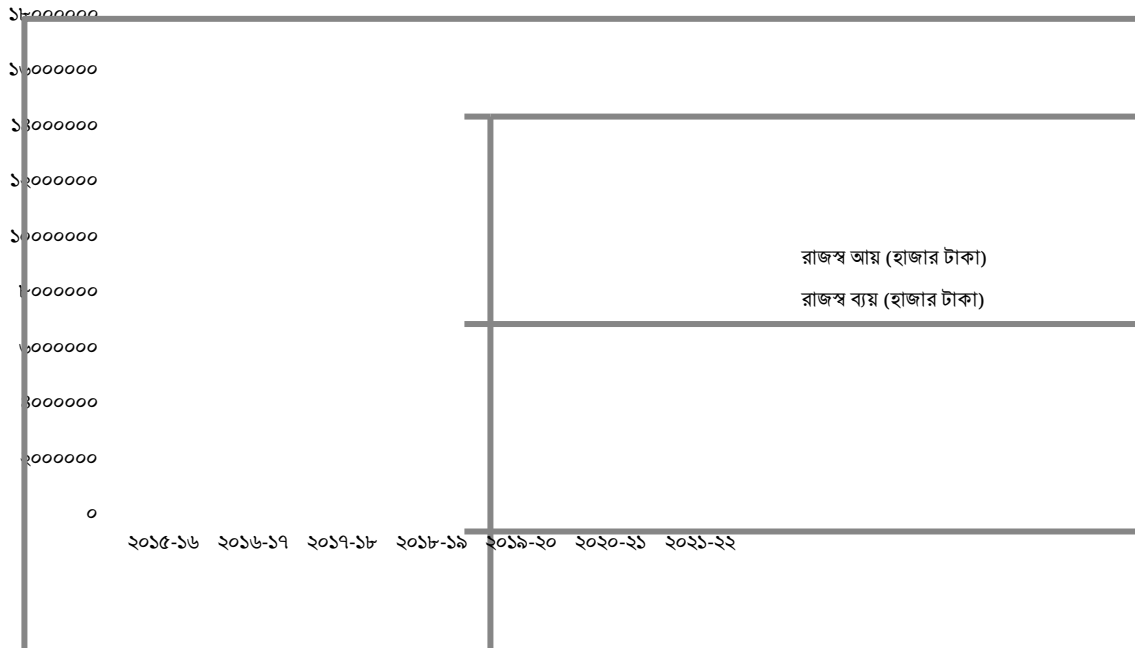

(২০১৫-২০১৬ হতে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র)

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১। ই-ভিসা ও ই-টিপি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ: 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ই-ভিসা ও ই-ট্রাভেল পারমিট প্রণয়নের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অধিদপ্তরকে ধারণা পত্র ও প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং - ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.১৯-১২০; তারিখ: ১৯/০২/২০১৯খ্রিঃ মোতাবেক "বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনকি ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। গত ২৮/০২/২০২১খ্রি: তারিখে ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) এবং ইলেকট্রনকি ট্রাভেল পা রমিট (ই-টি.পি) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ সুরক্ষা সেবা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কারিগরি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে একটি সারসংক্ষেপ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইউএই সরকারের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এমওইউ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ইটিপি) অধিদপ্তরের রেভিনিউ বাজেট থেকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ডিজি ইনফোটেক নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য DPP পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দক্ষতা ও ক র্মসম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। তবে , সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক 'ইমিগ্রেশন ও পাসপো র্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য কেরানীগঞ্জ ঢাকা -মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকাধীন ৫৮৬ (পাঁচশত ছিয়াশী) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে।

৩। দ্বিতীয় পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ বিষয়ক

পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স -২ নির্মাণের জন্য রাজউকের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প এলাকায় ১৬/আই নং সেক্টরের ০১(এক) বিঘা আয়তনের ০৩ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পেয়ে উহার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

৪। প্রধান কার্যালয় ভবন স্থানান্তরের নিমিত্ত জমির সংস্থান

প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে গণপূর্ত বিভাগের মালিকাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । বরাদ্দকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ -

১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। যার কার্যক্রম চলমান আছে।

৫। জনবল বৃদ্ধিকরণ:

অধিদপ্তরের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে জনবল ১১৮৪ জন। নতুন আরও ৩৪৬ টি পদের সৃজন এবং ১৪৭ টি পদ বিলুপ্তির অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম সুরক্ষা সেবা বিভাগে চলমান আছে।

৬। ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন:

'ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ওয়েলফোর ট্রাস্ট' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

১। রোহিঙ্গা বিষয়ক: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে ৯টি ক্যাম্পে ৯৬টি ওয়ার্কস্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বায়োমেট্রিক্সসহ নিবন্ধন করা হয়।

২। মালয়েশিয়ায় পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন: মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিকে দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ মিশনকে এ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

১। **ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প :** ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। ই-পাসপোর্টে একটি পলি কার্বোনেটেড ডাটা-পেইজ থাকে। ডাটা-পেইজে রক্ষিত মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্ট আবেদনকারীর সকল তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি, চোখের কর্নিয়া এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সিল্ড অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে বিধায় তা কোন ভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, ডাটা-পেইজে ছবি, এম এল আই (মাল্টিপল লেজার ইমেজ), রয়েল বেঙ্গল

টাইগারের জল ছবি এবং লেজার এলগ্রেড টেকনোলজিতে রঙ্গিন ছবি রয়েছে। পিকেডি (পাবলিক কি ডিরেক্টরি) পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশ ই-পাসেপার্টের এনক্রিপশনের জন্য (প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করে) International Civil Aviation Organization Public Key Director (ICAO PKD) এর সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৮ পাতা/৬৪ পাতা বিশিষ্ট ই-পাসপোর্টের মেয়াদ ৫ বছর /১০ বছর।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্ত একটি অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমাবন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণসহ ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে দুই সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন/চলমান আছে।

২। ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প: এই প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর যুক্ত করায় উক্ত প্রকল্পের শিরোনাম হয়েছে "১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প"।

সমাপ্ত প্রকল্পের বিরবণ:

১। **০৪(চার) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১১ সালে যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম এই চারটি নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩৫.৯৬ কোটি টাকা।

২। **১১(এগার) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১৪ সালে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। যার প্রাক্কলনব্যায় ৬৩.২০ কোটি টাকা। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

৩। **১৯(উনিশ) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প:** ২০১৭ সালে ১৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। যার প্রকল্প ব্যায় ছিল ১৩১.৪২ কোটি টাকা। উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৪। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প: ২০১৯ সালে ৪১০১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যায়ে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার, কুগলার মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ উক্ত ভবনে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সেখান থেকে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫। ১৭(সতের) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প: ২০২০ সালে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মান প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবংতার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ০৬(ছয়) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ।

(মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭/১২/২০২০ খ্রি: তারিখে ৬(ছয়)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নতুন ভবন উদ্বোধন করেন)

৬। "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি)" শীষক প্রকল্প: ১ এপ্রিল ২০১০ খ্রি: তারিখে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩জুন ২০২১খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এমআরপি ও এমআরভি প্রবর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৪ জেলায় ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট

অফিস, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৬৫টি বাংলাদেশ মিশন ও ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার ও যশোরে একটি আপদকালীন ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো প্রধান কার্যালয়ে আগত পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা প্রার্থীদের জন্য পৃথক অপেক্ষাগার নির্মাণ, প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপন ও বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২৩টি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৮ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিমগঠন করা হয়েছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গত ২৩ জুন ২০২২খ্রি: তারিখে সুরক্ষা

সেবা বিভাগের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসসমূহের সাথে গত ২৩ জুন ২০২২ খ্রি: তারিখ অপরাহ্নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ও পুরস্কার প্রদান:

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ খ্রি: তারিখ থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন:

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহিত ০৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়েছে;

  ক) পাসপোর্ট তথ্য সহায়িকা অ্যাপস (এন্ড্রয়েড) তৈরী করা হয়েছে;

  খ) তথ্য সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয়ে কিয়স্ক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;

(অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কিয়স্ক মেশিন স্থাপনের উদ্বোধন করছেন)

  গ) পার্সোনালাইজেশন রিপোর্টিং সফটওয়্যার ডিজিটাইজ করা হয়েছে;

উত্তমচর্চা:

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১.	**প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :**	কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি: তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ০২টি এমআরপি এ ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	**অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ**	ই-পাসপোর্ট সার্ভারের সাথে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের সংযোগের ফলে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ সকল ব্যাংকে এ-চালানের মাধ্যমে এবং অনলাইনে যেমন: বিকাশ, সহজ, রকেট, নগদ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি জমা দিতে পারছে।
৩.	**মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :**	বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারছেন।
৪.	**অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ :**	পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।
৫.	**গণশুনানি আয়োজন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানি আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
৬.	**হেল্প ডেস্ক স্থাপন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.	**মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :**	পাসপোর্টে আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।
৮.	**ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান :**	পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	**ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :**	প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।
১০.	**মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :**	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে ভিভিআইপিগণ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
১১.	**ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :**	ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি বিভাগীয় / আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই -কিউ ব্য বস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
১২.	**ওয়েটিং রুম স্থাপন :**	সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নং	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১৩.	**সাপোর্ট সেল স্থাপন :**	প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
১৪.	**আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা :**	আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের যথাসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
১৫.	**হজ্বযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন :**	২০১৯ সালে পবিত্র হজ্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা এখনও অব্যাহত আছে। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।
১৬.	**পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :**	বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধ চলাকালীন সম্পাদিত কাজ:

কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর বিস্তার রোধে গত ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪১.০০১.১৩.১৮-৭৫৮, তারিখঃ ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত সাধারণ ছুটিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকগণের কল্যাণার্থে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আবেদিত পাসপোর্টসমূহ প্রিন্ট করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির মধ্যেও অত্র অধিদপ্তরের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার নিরবিচ্ছিন্নভাবে খোলা রাখা হয় । কোভিড-১৯ এর কারণে সাধারণ ছুটিকালীন ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ৩১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪,৪৮,৩৯৪ টি মেশিন রিডেবল (এমআরপি) প্রিন্ট করা হয়, তম্মধ্যে ২,৫৫,২০৫ (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত পাঁচ) টি এমআরপি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বর্ণিত সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। ০১/০৭/২০২১ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত-

- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (দেশে): ৮৪,৪৬৯ টি
- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (বিদেশে): ১১,৫২,৮০২ টি
- ইস্যুকৃত ই-পাসপোর্টের সংখ্যা (দেশে): ২৬,৩০,০০০ টি

অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্নি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্বশরীরে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনলাইন প্লাটফরমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসেপার্ট অফিসের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম ও নির্দেশনাসমূহ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত কোভিড -১৯ কালীন নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৮/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ইস্যুকৃত নির্দেশাবলীর আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এমআরপি ও ই -পাসপোর্ট এর এনরোলমেন্টসহ অফিস কার্যক্রম পরিচা লনা করা হচ্ছে। কোভিড -১৯ বিস্তাররোধে নিম্নোল্লিখিত কার্যাবলী গ্রহণ করা হয়েছে ।

(১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের নির্দিষ্ট গেট দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং আগত সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার এবং থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা)

(থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা)

(২) অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(৩) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা কার্যক্রম পরিচলনা করছেন।

(৪) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) সংক্রমণ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সহযোগিতা করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সহায়তা প্রদানকারী টিম গঠন করা হয়েছে।

(৬) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৭) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা অনলাইন প্লাটফরমে ট্রেনিং/সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

(৮) কোভিডকালীন সেবা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য কর্মকর্তাগণ সবসময় মুঠোফোন চালু রাখাসহ অধিদপ্তরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সক্রিয় রয়েছেন।

(৯) অধিদপ্তর হতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

(১০) ৩০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অধিদপ্তরের ১৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সকলে সুস্থ হয়ে কর্মে যোগদান করেছেন।

(১১) প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধের ১ম ও ২য় ডোজ টিকা গ্রহণ করেছেন। সকলকে বুস্টার ডোজ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

নির্বাচনী ইশতেহার:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১.	ই-পাসপোর্ট চালুকরণ	২২ শে জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই -পাসপোর্ট উদ্বোবনের পর দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিস ধাপে ধাপে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ১৬ টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালূ করা হয়েছে।
২.	ই-ভিসা চালুকরণ	ইউ.এ.ই সরকারের সাথে এমও ইউ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.	একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত , দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখা।	ক) **আধুনিক ও বিশেষা য়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ :** এজন্য কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকাধীন ৫৮৬ (পাঁচশত ছিয়াশী) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে। খ) **জনবল বৃদ্ধি :** প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (৩৪৬ টি নতুন পদ সৃজন এবং ১৪৭ টি পদ বিলুপ্তি) বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে , পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ) **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যা লয় এর স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ:** ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি গত ১১/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অত্র অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর প্বার্শব র্তী এফ -১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। বর্ণিত বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ চলমান আছে।
৪.	নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা,	ক) ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সব ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন করা

	জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবা পরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।	হচ্ছে। খ) অনলাইন Client satisfaction Register কার্যক্রম চলমান আছে। গ) অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
৫.	নিয়ামানুবর্তীতা এবং জনগনের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেয়া হবে।	ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই -হাজিরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) মোটিভেশন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬.	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্ত বায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাস্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	ক) ই-ফাইলিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। প্রায় ৮০% নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, নতুন অর্গানোগ্রাম এর সাথে বাস্তবায়িত হবে। গ) হট লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।
৭.	সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য ডে - কয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।	ক) সকল বিভাগী পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয় , আগারগাঁও, ঢাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খ) কয়েকটি পাসপোর্ট অফিসে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অফিসগুলোতে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)

Targets, Activities and Indicative Costs

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	Name of the Activities (Policy/program/project/action)	Policy/program/project/action wise indicative cost (Lakh BDT at FY2019-2020 Prices)	Linked to	
			SDGs Target	BDT 2100 Measures
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Immigration & Passports				
List of New Project Included in the ADP for 2019-2020				
1.	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh			-
List of new project				
2.	Establishment of Immigration & Passport training academy for skill development and enhancement of professional knowledge of DIP employees.			
3.	Construction of a separate building for head office			
4.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.			
5.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.			
6.	Establishment of additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.			
7.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.			
8.	Construction of a separate building for passport booklet assembly line in Dhaka			
9.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.			
10.	Establishment of a well trained & professionally sound enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the foreigners during their stay in Bangladesh.			

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)

8FYP Implementation Progress Monitoring Indicators

(To be used in Development Results Framework)

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	8FPY target to attain	input indicators (program/project/action /resources, etc)	Output indicators (SMART*)	Impact indicators(if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	Construction 17 regional passport offices	Construction 17 regional passport offices.	17 Regional passport offices are constructed.	People will get prompt support
37.	Construction 16 regional passport offices	Construction 16 regional passport offices	16 Regional passport office are constructed.	People will get prompt support
38.	E-Passport and Automated Border Control Management	Introduction of e-passport and Automated Border Control Management System.	e-passport and Automated Border Control Management are introduced	People will get prompt support
39.	E-Visa & E-TP	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh.	E-Visa & E-TP are introduced	People will get prompt support
40.	Establishment of Immigration & Passport training academy	Construction of academic building, hostels, administrative building and other facilities.	A modern training academy is established.	DIP employees will develop skill and professional knowledge.
41.	Construction of a separate building for head office	Separate building for Head office to be constructed	Separate building for Head office is constructed	Strengthening functionality of DIP Head office
42.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.	Separate building for each divisional office to be constructed	Separate building for each divisional office is constructed	People will get smooth & better service.
43.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.	A separate building for disaster recovery center to constructed.	A building for disaster recovery center is constructed.	Data security will be ensured.

44.	Establishment additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations to be established.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations are established.	People will get smooth & better service.
45.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for each district offices.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for 64 district offices are done.	People will get prompt service
46.	Construction of a separate building for passport assembly line in Dhaka.	A separate building for passport assembly line to be constructed.	A separate building for passport assembly line is constructed	Efficient passport production management.
47.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts to be established.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts is established.	People will get smooth & better service.
48.	Establishment of a well trained & professionally sound enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the foreigners during their stay in Bangladesh.	A enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa to be established.	A enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa is established.	National Security is ensured.

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট নির্মাণ, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) প্রবর্তনসহ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইটের কার্যক্রম সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সেবা-কে বিশ্বমানে উন্নিতকরণ ।